হাসানআল আব্দুল্লাহ বাংলার ভূমিজ এক নতুন শক্তি।...একজন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চাষী যেমন পাথর ও আগাছা অগ্রাহ্য করে বলদের লেজ মুচড়ে লাঙল চালান, আব্দুল্লাহ-র কলম তেমনি অপ্রতিরোধ্য... কখনো বন্ধুর, কখনো সমতল, কিন্তু সর্বদাই গতিময়, দুর্বার, প্রবল শক্তির দ্বারা চালিত।...

তিনি লিখেছেন যা সম্ভবত এ যুগের দীর্ঘতম কাব্য; তাঁর 'নক্ষত্র ও মানুষের প্রচ্ছদ' মহাকাব্যের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৪। তাঁর ঔজ্জ্বল্যে, তাঁর ক্ষমতায়, তাঁর উৎপাদন শক্তিতে আমি অভিভূত। মহাকবি হবোই—এমন প্রতিজ্ঞা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের সার্ধশতাব্দী পরে হাসানআল আব্দুল্লাহর অবতরণ। মহাকবি দান্তে, মহাকবি মিল্টনের সচেতন অনুগামী যেমন ছিলেন মাইকেল, তেমনই আমাদের কালে হাসানআল।

কবিতার বিশুদ্ধ কাব্যগুণ মাপা যায় না। তা যাদু। কাব্যের আঙ্গিকের মাপজোক হয়। এদিকে হাসানআল দিয়েছেন বিশেষ মনোযোগ। বাংলা ছন্দের বিষয়ে তাঁর আস্ত একটা বই আছে। বঙ্গ সরস্বতীকে তিনি জয় করবেন, বঙ্গ ভারতীর অঙ্গে-অঙ্গে তিনি রেখে যাবেন অক্ষয় চুম্বন, এমনই তাঁর সংকল্প। একই সঙ্গে 'সনেট' এবং 'এপিক' রচনা—এই অসম্ভব কর্ম জন কীটস কি জীবনানন্দ করেননি। করেছেন শুধু পূর্বোক্ত মহাকবিত্রয়: দান্তে, মিল্টন, মধুসূদন। এঁদের পর ইতিহাস কি চতুর্থ নাম যোগ করবে? ...তাঁর কাব্যশক্তিকে শুধু নয়, দুঃসাহসের প্রতিও সস্ত্রস্ত সেলাম! এবং প্রার্থনা করি, ইতিহাস এঁদের কাছাকাছি কোথাও তাঁর স্থান দেবে।

—**জ্যোতির্ময় দত্ত**

স্বতন্ত্র সনেট

(অখণ্ড)

হাসানআল আব্দুল্লাহ

উ ৎ স র্গ

শামসুর রাহমান
আল মাহমুদ
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
শহীদ কাদরী
হুমায়ুন আজাদ

বাংলা শব্দের এই পাঁচ
স্বর্ণকারের করকমলে

সূ চি প ত্র

ভূমিকা	৯-২১
স্বতন্ত্র সনেট ১ - ২২২	২৩-২৪৪
সংযোজন:	
স্পন্দন	২৪৭
বাঁকা আকাশের নিচে/১	২৪৮
বাঁকা আকাশের নিচে/২	২৪৯
বাঁকা আকাশের নিচে/৩	২৫০
বাঁকা আকাশের নিচে/৪	২৫১
নির্বাচিত মন্তব্য	২৫৩

ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

চারটি বাংলা ও একটি ইংরেজি সংস্করণের পর নালন্দা থেকে প্রকাশিত এটি অখণ্ড সংস্করণ। মোট দু'শত বাইশটি স্বতন্ত্র সনেটের সাথে পাঁচটি অতিরিক্ত সনেট জুড়ে দেয়া হলো। এর একটি, 'স্পন্দন' আমার *আঁধারের সমান বয়স* কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়। স্বতন্ত্র ধারায় লেখা হলেও কেনো এই কবিতাটি স্বতন্ত্র সনেট সিরিজে অন্তর্ভক্ত করা হয়নি তা আর এখন মনে নেই। তবে 'বাঁকা আকাশের নিচে' নামে যে চারটি সনেট সংযোজন করা হলো সেগুলো লেখা হয়েছিলো সাত মাত্রার মন্তাক্রান্তায়; অন্ত্যমিল ও স্তবক বিন্যাস স্বতন্ত্র সনেটের আদলে হলেও স্মতব্য যে এরা সিরিজভুক্ত অন্যান্য সনেটের দাঢ়তা বজায় রাখতে পারেনি। কিন্তু যেহেতু ধারাটি অক্ষুণ্ন ছিলো তাই তাদেরও এই বইয়ে জায়গা দেয়া হলো। চতুর্থ সংস্করণটি ছিলো ইংরেজি অনুবাদে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত। ভূমিকা লিখেছিলেন প্রফেসর এমিরেটাস জোন ডিগবি। তিনি সনেটের দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরে স্বতন্ত্র সনেটর বৈশিষ্টগুলো বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর সেই মূল্যায়নের গুরুত্ব অপরিসীম বিধায় সেই ভূমিকাটিও যুক্ত করে দেয়া হলো। এই বইয়ের প্রকাশক জুয়েল ভাইয়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ *হাসানআল আব্দুল্লাহ*

পঞ্চম সংস্করণ বা কলকাতা সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থখানার ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে তিনটি ও নিউইয়র্ক থেকে একটি (দ্বিভাষিক) সংস্করণ প্রকাশ পেয়েছে। তিরিশ বছর আগে আমি যখন সনেটের এই আঙ্গিকটি নিয়ে কাজ শুরু করি, তখন সত্যিসত্যিই একটি ঘোরের ভেতর দিয়ে কেটেছে। কতো রাত যে না ঘুমিয়ে শব্দ, শব্দবন্ধ, চিত্রকল্প, অন্ত্যমিলের খোঁজে কেটে গেছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই! গণিতে পিএইচডি'র হাতছানিকে সেদিন বাদ দিয়েছিলাম 'নক্ষত্র ও মানুষের প্রচ্ছদ' ও 'স্বতন্ত্র সনেট' গ্রন্থের এইসব কবিতায় মনোনিবেশ করার জন্যে, যে কারণে পরবর্তীতে কলেজের শিক্ষকতা ছাড়তে হয়েছে, থিতু হয়েছি হাইস্কুলের শিক্ষক হিসেবে। কিন্তু এ সবের জন্যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এতোটুকুও মনোকষ্ট নেই, বরং আমার কবিতা ও সাহিত্যের অন্যান্য শাখার কাজগুলো আমাকে নিয়মিত প্রাণশক্তি যুগিয়ে এসেছে। এই কবিতাগুলো বাংলা বা অনুবাদে পৃথিবীর নানা দেশের কাব্যামোদিদের আনন্দ দিতে পেরেছে দেখে আমি আপ্লুত হয়েছি। সনেটের আবিষ্কারক ইটালির কবি পেট্রার্ক ও পরে নতুন ফর্ম নির্মাণের মহানায়ক শেক্সপিয়ারের ভাষায় অনূদিত হয়ে এই নতুন ধারার কবিতা তাঁদের দেশেও প্রকাশ পেয়েছে। ফর্ম হিসেবে এটি দেশে দেশে সমাদৃত হবে সেই আশা হয়তো করতেই পারি। চেয়ে থাকি ভবিষ্যতের দিকে।

'জিজ্ঞাসা', 'দেশ', ও 'মহাপৃথিবী'র মাধ্যমে কিছু সনেট কলকাতায় বেশ আগেই পৌঁছে গেছে। এ পর্যায়ে 'তিতীর্ষু' পত্রিকা সম্পাদক, কবি চন্দন দাসের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও একাগ্রতায় একটু ছোটো কলেবরে এই গ্রন্থটির একটি কলকাতা সংস্করণ প্রকাশ পাওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আশা করি পশ্চিম বাংলার বন্ধুরা বইটি হাতে তুলে নিতে দ্বিধা করবেন না। ধন্যবাদ।

জানুয়ারি, ২০২৪ *হাসানআল আব্দুল্লাহ*

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থখানা প্রকাশের পর থেকেই নানা মুনির নানা মন্তব্য শুনে আসছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিতাগুলোকে কঠিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি অবশ্য কঠিন শব্দটি ব্যবহার করতে চাইনি। কারণ, গুরুত্ব সহকারে মনোযোগী হয়ে উঠলে রসাস্বাদন দুরূহ নয়।

কেউ কেউ প্রশ্ন রেখেছেন, "কবিতাগুলোকে সনেট কেনো বলবো?" কেউ আবার গ্রন্থে উল্লিখিত রচনা কালের পরিধি ইচ্ছাকৃত ভাবে কমিয়ে "প্রতিদিন একটি সনেট" রচনা করেছি বলে অবজ্ঞায় শাসিয়েছেন। সব থেকে মজার ব্যাপার হলো, একজন তরুণ লিখিয়ে জানিয়েছেন যে এসব সনেট পড়ে তিনি কবিতা লিখতে আর সাহস পাচ্ছেন না। এটি আমাকে ভাবিয়েছে, কারণ আমি কারো লেখার শক্তিকে রুদ্ধ করতে চাইনি। আমি ব্যক্তিগত ভাবে চাই যে সবাই নিজের মতো করে লিখুন। সেক্ষেত্রে কোনো বিশেষ কবিতাকে মানদণ্ডে ফেলা যুক্তিহীন বলে মনে হয়। অন্যদিকে সমালোচকের তো স্বাধীনতা রয়েছেই। যে কোনো সমালোচনা আমাকে আনন্দ দেয়। তাই যারা নানাবিধ মন্তব্য করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ এ গ্রন্থের পাঠক-শুভানুধ্যায়ীদেরও। তবে কবিতাগুলোকে যাদের সনেট বলতে আপত্তি তাদেরকে অনুরোধ করবো সনেটের ইতিহাস আরেকটু পরখ করে নিতে। সেক্ষেত্রে এই মন্তব্য অসঙ্গত নয় যে পেট্রার্ক এবং শেক্সপীয়ারও দু'টি ভিন্ন ধারার সনেটের প্রবর্তক।

বলতেই হবে যে প্রথম প্রকাশের মারাত্মক ভুলগুলো আমাকে যথেষ্ট পীড়িত করেছে। গদ্য পদ্য কোনো মাধ্যমেই ছাপার ভুল গ্রহণযোগ্য নয়। তবে, পদ্যে এটি অমার্জনীয় অপরাধ, কারণ ছাপার ভুলের সাথে সাথে ছন্দ পতনের ব্যাপারটিও জড়িত। প্রকাশিত গ্রন্থের দু'একটি মুদ্রণ প্রমাদ উদাহরণসহ দেখানো বাঞ্ছনীয়: "আদ্যোপান্ত চোষে এই অভিজ্ঞ আনন্দ (সনেট ১০০)," ছাপা হয়েছে "আদোপান্ত চোষে এই অভিজ্ঞতা আনন্দ।" "লোল জিহ্বা হামেশাই পাঁঠার হোলের মতো নাড়ে (সনেট ৯৮)," ছাপা

হয়েছে, "লোল জিহ্বা। হামেশাই পাঁঠার হোলের মতো না নাড়ে।" "...প্রেরণার শক্তি সাধে, স্নায়বিক গভীর আশেকে (সনেট ৮৯)," ছাপা হয়েছে, "প্রেরণার শক্তি সাধে, স্নায়বিকতার আশেকে।" এবং "... দেই শূন্য তাবত আমোদী/ সম্ভারে অক্লান্ত ভরে (সনেট ৩২)," ছাপা হয়েছে, "দেই শূন্যতা আমোদী/ সম্ভারে অক্লান্ত ভরে।" তাছাড়া অজ্ঞাত কারণে স্বতন্ত্র সনেট ১০১ পেস্টিং করার সময় বাদ দেয়া হয়েছে। এইসব মুদ্রণ প্রমাদ—যা কিনা দেশের বাইরে অবস্থান করে বই প্রকাশের প্রধান অভিশাপ—সংশোধন করার চেষ্টা করেছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবিতাকেও পরিমার্জনার হাত থেকে রেহাই দেয়া হয়নি। ফলে বেশ কিছু সনেটের শব্দ, পঙ্‌ক্তি, এমনকি পরপর কয়েকটি বাক্যও পরিবর্তন করা হয়েছে।

এ সংস্করণে প্রথম প্রকাশ থেকে বাদ পড়া ১০১ নম্বর ও নতুন ২৯টি সনেট সংযোজন করা হলো। অতএব মোট সনেট সংখ্যা দাঁড়ালো ১৩০-এ। বাংলাদেশ ও ভারতের যেসব পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে এই সনেটগুলো ছাপা হয়েছে তার মধ্যে *ইত্তেফাক*, *ভোরের কাগজ*, *আজকের কাগজ*, *দেশ*, *জিজ্ঞাসা*, *আজকের কবিতা*, *শব্দগুচ্ছ* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য, তাছাড়া অনূদিত হয়ে মার্কিন দেশের বেশ কিছু লিটলম্যাগেও প্রকাশিত হয়েছে। এইসব পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

জুন, ২০০৪ *হাসানআল আব্দুল্লাহ*

স্বতন্ত্র সনেট ১

প্রেমের শরীর ছিঁড়ে হাসিখুশি আমিও দাঁড়াই
উঁচু উঁচু মিনারের পাশে। ভাঙার ভেতরে গড়া;
নির্মল প্রশান্তি রাঙা পাখা নাড়ে চিরকাল। ঢের
দুঃখ আছে এর মাঝে, আছে কষ্ট, ব্যথা, ক্লান্তি। সুখ
অসুখের চিরায়ত বাহুগুলি সম্মুখে বাড়াই,
মনের কার্নিশে ঝোলে আশা স্নেহমমতার। চড়া
মূল্যে তুলি কাঙ্ক্ষিত সুস্থতা ফের আবাসে নিজের।

ভীষণ হেয়ালী আমি প্রেমের বেলায়। কবিতার
শরীর চয়নে হই দারুণ বেয়াড়া, শব্দ এনে
পাশাপাশি হাতুড়ির ঘায়ে ঠুকি পেরেক সর্বস্ব—
ধারালো ছুরির আঁচে কাটি ফালাফালা। আর মুখ
দিয়ে বুক থেকে শুষে নেই—কাঁচা—বিশুদ্ধ খাবার;
জীবন্ত নির্যাস। অবশেষে দুই হাতে ছুঁয়ে ছেনে
রূপ গন্ধ সুবাস ছড়াই কিছু একান্ত নিজস্ব।

০৪.২৯.৯৫
কুইন্স, নিউইয়র্ক

স্বতন্ত্র সনেট ২

সাতাশ বছর পরে পেয়ে যাই আরেক পানীয়;
ইচ্ছায় না অনিচ্ছায় বলা শক্ত, তথাপি আবেগে
বা উচ্ছ্বাসে নয়; সুস্থ সুবিন্যস্ত সৃষ্টির দর্পণে।
কথারা জীবন্ত ডাঁটা গোলাপের; ভাবের গ্রন্থিতে
দৃষ্টির বিকাশ—প্রিয়তমা, লাগে কেমন জানিও
মহাপ্লাবনের আগে। যে পাখিটি সারারাত জেগে
থাকে, কতোটা পুঞ্জিত সুখ তুমি জানো তার মনে!

প্রশ্নের ঝালর ছিঁড়ি, ছিঁড়ি বিবাগি স্বপ্নের পাখা;
তোমার দু'হাতে তুলে দেই চলার ছন্দ ও সুর—
সামনে হাঁটাই আছে স্পষ্ট গাঁথা আমার স্বভাবে;
বিচ্ছুরিত আলোর কণিকা স্বচ্ছ, দৃঢ় চারিভিতে।
এখন কাজের দিন, কষ্টে যদি যায় গেঁথে রাখা
জীবনসাহারা সময়ের স্রোতে; নতুন রোদ্দুর
আর আমাদের সন্তানেরা ফসল নির্ঘাত পাবে।

০৪.৩০.৯৫
কুইন্স, নিউইয়র্ক

স্বতন্ত্র সনেট ৩

অবশেষে ভেঙে যায় কল্পিত সাক্ষাত। বারোটার
আগে যার সুনীল সম্মতি ছিলো, কেনো সেই মেয়ে
বেঁকে যায় অথৈ আবেগের সরু খাপে, পঙ্খিরাজ,
সন্ত, মুনি, মহাবীর জানে না, জানে না সেই সুর ।
আহা ওই চোখ, ওই নাক, ভ্রূ, ঘনচুল; যার
নিতম্ব ও উরু কখনো দেখেনি খুব কাছে যেয়ে;
লোভে ঝুলে থাকে অপেক্ষার গাঢ় অন্ধকারে আজ।

শ্রাবণী চাঁদের সাথে সারসের সামান্য মিলন
কক্ষপথে যদি আনে শুদ্ধির বাতাস, নেই তাতে
কোনো ক্ষতি; পার হলে সাঁতরায়ে বসন্তের নদী
অথবা শীতের কুজ্ঝটিকা ঠেলে দুরন্ত রোদ্দুর
যদি বের হয়ে আসে, আর নরম ঘাসের লন
পায় নতুন আস্বাদ, ভালো হয়। এমন সাক্ষাতে
ঠিক ঠিক বোঝা যায় যুধিষ্ঠির কতোটা দরদী।

০৪.৩০.৯৫
কুইন্স, নিউইয়র্ক

স্বতন্ত্র সনেট ৪

লোকগুলো ধুলো বালি খায়। সারারাত স্বপ্ন দেখে
আশ্চর্য হরিণ। লোকগুলো ধুলো বালি খায়। কাঁটা
বাছে। তথাপি জঞ্জাল। আকাশের দিকে চেয়ে হাঁটে,
আস্তিনে লুকিয়ে থাকে বড়ো বড়ো ছোরা। অকারণে
গোবেচারা মানুষের কাঁধে কলুষিত ঠ্যাঙ রেখে
এদিকে ওদিকে ঘোরে। জোরে জোরে শব্দ তোলে বাটা
পায়ে; আর ধুলো বালি খায়; লোকগুলো জুতো চাটে।

তিন হাত কাঁঠালের চার হাত আঁঠি! বড়ো, পাতি
মাঝারি ও চুনোপুঁটি লোকগুলো বুকের বোতাম
মহানন্দে খুলে রাখে সারাবেলা। ওদের আবাস
ছিমছাম। দাম দিয়ে নাম কেনে। ওরা হিংস্র, বনে
সবার সামনে থাকে। প্রতিদিন লোকগুলো সাথী
টানে। অতঃপর কাদা খুঁড়ে কেঁচো করে বের। নাম
দিয়ে দাম কেনে। লোকগুলো ভিক্ষা করে বারোমাস।

০৫.০১.৯৫
কুইন্স, নিউইয়র্ক

স্বতন্ত্র সনেট ৫

লোকগুলো কঠোর কঠিন। ঘাসের শরীর ছিঁড়ে
বানায় তাবিজ। কেটে ফুলের আদল খেলা করে।
সাদা জলে ছাই ফেলে মনের আনন্দে দেয় হাত-
তালি, কেড়ে নেয় পতঙ্গের পিপাসার পানি, আর
কর্কশ কতক কথা ছুঁড়ে দলে দলে আস্তে ধীরে,
অতিধীরে চলে। স্বচ্ছ সাবলীল গাছের শিকড়ে
থাকে যে নির্যাস, করে কৌশলে সমস্ত আত্মসাৎ।

লোকগুলো জ্ঞানী নয় তথাপি জ্ঞানীদের মতন,
লোকগুলো সন্ত নয় তথাপি সন্তের মতো, লোক-
গুলো বাচাল তথাপি মনে হয় শ্রেষ্ঠ মিতভাষী—
দুই হাতে ওরাই বানায় অশান্তির অন্ধকার,
অথচ ওরাই বীর—বীরের পালক—মূলধন
আমাদের পোড়ে ওদের আগুনে, নাক মুখ চোখ
পোড়ে; শুনি ওইসব জ্ঞানীর জঘন্য ক্রুদ্ধ হাসি।

০৫.০২.৯৫
কুইন্স, নিউইয়র্ক

স্বতন্ত্র সনেট ৬

এখানে দুরন্ত অবসর নেই, নেই মধুমতি
তরঙ্গের ঘরে নেই পাল খাটাবার সরু দড়ি।
হাডিসার রাস্তাগুলো শহরের নাভিমূল সেঁটে
নিরন্তর দৌড়ায় সম্মুখে, কাঁদে কটু আধুনিক
জঘন্য যন্ত্রণা ছুঁয়ে। এখানে ইটের ঘর রতি-
ক্রিয়া করে ঘনঘন। প্রজনন কমানোর বড়ি
আছে ঢের; দুটো সিকি এনে দেয় হাতের বাকেটে।

নারীর কাপড় কম, তাই ফোলা ফোলা রাঙা স্তন
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে নির্নিমিখ। ধবল পায়ের
ছন্দে মরা গান তাজা হয়, তথাপি সকালে ভুলে
পাখিও ডাকে না। ক্লান্তির ফোকর বেয়ে নান্দনিক
কৌমার্য কপাল ভাঙে। এখানে রয়েছে পোড়া টন
টন দুঃখের বসত। কালো, ছাই, ধূসর গায়ের
আশা হতাশারা নিতান্তই থাকে বর্তমানে ঝুলে।

০৫.০৩.৯৫
কুইন্স, নিউইয়র্ক

স্বতন্ত্র সনেট ৬

এখানে দুরন্ত অবসর নেই, নেই মধুমতি
তরঙ্গের ঘরে নেই পাল খাটাবার সরু দড়ি।
হাড্ডিসার রাস্তাগুলো শহরের নাভিমূল সেঁটে
নিরন্তর দৌড়ায় সম্মুখে, কাঁদে কটু আধুনিক
জঘন্য যন্ত্রণা ছুঁয়ে। এখানে ইটের ঘর রতি-
ক্রিয়া করে ঘনঘন। প্রজনন কমানোর বড়ি
আছে ঢের; দুটো সিকি এনে দেয় হাতের বাকেটে।

নারীর কাপড় কম, তাই ফোলা ফোলা রাঙা স্তন
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে নির্নিমিখ। ধবল পায়ের
ছন্দে মরা গান তাজা হয়, তথাপি সকালে ভুলে
পাখিও ডাকে না। ক্লান্তির ফোকর বেয়ে নান্দনিক
কৌমার্য কপাল ভাঙে। এখানে রয়েছে পোড়া টন
টন দুঃখের বসত। কালো, ছাই, ধূসর গায়ের
আশা হতাশারা নিতান্তই থাকে বর্তমানে ঝুলে।

০৫.০৩.৯৫
কুইন্স, নিউইয়র্ক

দু'টি ইয়োরোপীয় কবিতা পুরস্কার, হোমার মেডেল (২০১৬) ও ক্লেমেন্স জেনেস্কি প্রাইজ (২০২১), প্রাপ্ত কবি হাসানআল আব্দুল্লাহ'র বিচরণ সাহিত্যের নানা শাখায়। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। বাংলা ছাড়াও অনূদিত হয়ে ইংরেজী, চাইনিজ ও পোলিশ ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বই। তিনি সনেটের একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন, তাছাড়া মহাবিশ্বের চলমানতার বৈজ্ঞানিক সমীকরণের সাথে খেটে-খাওয়া মানুষের আর্ত-হাহাকারের যোগসূত্র স্থাপন করে লিখেছেন মহাকাব্য 'নক্ষত্র ও মানুষের প্রচ্ছদ' (অনন্যা, ২০০৭)। তাঁর 'কবিতার ছন্দ' (বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭) ঢাকাসহ দেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য-সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সম্পাদনা করেছেন 'বিশশতকের বাংলা কবিতা'(২০১৫), অনুবাদে প্রকাশ করেছেন 'বিশ্বকবিতা সংগ্রহ'(২০১৭) ও আমেরিকা থেকে 'কনটেম্পোরারি বাংলাদেশি পোয়েট্রি' (২০১৯)। লিখেছেন উপন্যাস, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, নাটক, ছড়া, গান ও ভ্রমণকাহিনি। দশের অধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর কবিতা। আমন্ত্রিত হয়েছেন চীন, গ্রীস, পোল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবে। পেয়েছেন কুইন্স ব্যোরো প্রেসিডেন্টের সম্মাননা (২০০৭), লেবুভাই ফাউন্ডেশন পুরস্কার(২০১৩), কবির পঞ্চাশ উদযাপন কমিটির সম্মাননা স্মারক (২০১৭) ও নিউইয়র্ক কালচারাল এফেয়ার্স থেকে অনুবাদ গ্রান্ট (২০১৯)। তিনি নিউইয়র্ক শিক্ষা বোর্ডের সিনিয়র গণিত শিক্ষক ও আন্তর্জাতিক কবিতা পত্রিকা 'শব্দগুচ্ছ' সম্পাদক।